রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

রবিবার, নভেম্বর ৬, ২০২২

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ২১ কার্তিক, ১৪২৯ মোতাবেক ০৬ নভেম্বর, ২০২২

নিম্নলিখিত বিলটি ২১ কার্তিক, ১৪২৯ মোতাবেক ০৬ নভেম্বর, ২০২২ তারিখে জাতীয় সংসদে উত্থাপিত হইয়াছে :

বা. জা. স. বিল নং ২৭/২০২২

Zakat Fund Ordinance, 1982 রহিতক্রমে সময়ের চাহিদার প্রতিফলনে নূতন আইন প্রণয়নকল্পে আনীত বিল

যেহেতু সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১৪ নং আইন) দ্বারা ১৯৮২ সনের ২৪ মার্চ হইতে ১৯৮৬ সনের ১১ নভেম্বর পর্যন্ত সময়ের মধ্যে সামরিক আদেশ দ্বারা জারীকৃত অধ্যাদেশসমূহের, অতঃপর উক্ত অধ্যাদেশ বলিয়া উল্লিখিত, অনুমোদন ও সমর্থন সংক্রান্ত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের চতুর্থ তফসিলের ১৯ অনুচ্ছেদ বিলুপ্ত হইয়াছে এবং সিভিল আপিল নং ৪৮/২০১১ এ সুপ্রীমকোর্টের আপিল বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত রায়ে সামরিক আইনকে অসাংবিধানিক ঘোষণাপূর্বক উহার বৈধতা প্রদানকারী সংবিধান (সপ্তম সংশোধন) আইন, ১৯৮৬ (১৯৮৬ সনের ১ নং আইন) বাতিল ঘোষিত হওয়ায় উক্ত অধ্যাদেশসমূহের কার্যকারিতা লোপ পাইয়াছে; এবং

যেহেতু ২০১৩ সনের ৭ নং আইন দ্বারা উক্ত অধ্যাদেশসমূহের মধ্যে কতিপয় অধ্যাদেশ কার্যকর রাখা হইয়াছে; এবং

মূল্য : টাকা ১২.০০

যেহেতু উক্ত অধ্যাদেশসমূহের আবশ্যকতা ও প্রাসঙ্গিকতা পর্যালোচনা করিয়া আবশ্যক বিবেচিত অধ্যাদেশসমূহ সকল স্টেক-হোল্ডার ও সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয় ও বিভাগের মতামত গ্রহণ করিয়া প্রয়োজনীয় সংশোধন ও পরিমার্জনক্রমে বাংলায় নূতন আইন প্রণয়ন করিবার জন্য সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে; এবং

যেহেতু সরকারের উপরি-বর্ণিত সিদ্ধান্তের আলোকে, Zakat Fund Ordinance, 1982 (Ordinance No. VI of 1982) রহিতক্রমে সময়ের চাহিদার প্রতিফলনে একটি নূতন আইন প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন**।—(১) এই আইন যাকাত তহবিল ব্যবস্থাপনা আইন, ২০২২ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা**।—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই আইনে—

(১) ‘কমিটি’ অর্থ ধারা ১০ এর অধীন গঠিত কমিটি;

(২) ‘চেয়ারম্যান’ অর্থ বোর্ডের চেয়ারম্যান;

(৩) ‘তহবিল’ অর্থ ধারা ৭ এর অধীন গঠিত যাকাত তহবিল;

(৪) ‘প্রবিধান’ অর্থ এই আইনের অধীন বোর্ড কর্তৃক প্রণীত কোনো প্রবিধানমালা;

(৫) ‘ফাউন্ডেশন’ অর্থ Islamic Foundation Act, 1975 (Act No. XVII of 1975) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত ইসলামিক ফাউন্ডেশন;

(৬) ‘বিধি’ অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত কোনো বিধিমালা;

(৭) ‘বোর্ড’ অর্থ ধারা ৪ এর অধীন গঠিত যাকাত বোর্ড;

(৮) ‘যাকাত’ অর্থ শরিয়াহ অনুযায়ী কোনো মুসলমানের সম্পত্তির উপর প্রদেয় অর্থ বা সমমানের পণ্যসামগ্রী;

(৯) ‘শরিয়াহ’ অর্থ পবিত্র কুরআন ও হাদিসে বর্ণিত এবং উহার আলোকে প্রতিষ্ঠিত ইসলামি বিধান।

৩। **যাকাত সংগ্রহ ও বিতরণ।**—বোর্ড, বিধি বা প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে যাকাত সংগ্রহ ও বিতরণ করিতে পারিবে।

৪। **যাকাত বোর্ডের গঠন।**—(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, যাকাত বোর্ড নামে একটি বোর্ড থাকিবে যাহা নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথা:—

(ক) ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী বা প্রতিমন্ত্রী, যিনি উহার চেয়ারম্যানও হইবেন;

(খ) ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব, যিনি উহার ভাইস-চেয়ারম্যানও হইবেন;

(গ) ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অন্যূন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার ১ (এক) জন কর্মকর্তা;

(ঘ) অর্থ মন্ত্রণালয়ের অন্যূন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার ১ (এক) জন কর্মকর্তা;

(ঙ) লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের অন্যূন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার ১ (এক) জন কর্মকর্তা;

(চ) সরকার কর্তৃক মনোনীত ৫ (পাঁচ) জন বিশিষ্ট ফকিহ বা আলেম;

(ছ) সরকার কর্তৃক মনোনীত দেশের শিল্প, বাণিজ্য ও ব্যবসায়ী সংগঠনের ২ (দুই) জন প্রতিনিধি;

(জ) ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক, যিনি উহার সদস্য-সচিবও হইবেন।

(২) ফাউন্ডেশন, বোর্ডের সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন করিবে এবং উহার কার্যাবলি নির্বাহ করিবার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক সহায়তা প্রদান করিবে ।

(৩) দফা (চ) এবং (ছ) এ উল্লিখিত মনোনীত সদস্য তাহাদের মনোনয়নের তারিখ হইতে ৩ (তিন) বৎসর মেয়াদে স্বীয় পদে বহাল থাকিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার পর পরবর্তী মনোনয়ন প্রদান না করা পর্যন্ত পূর্ববর্তী মনোনীত ব্যক্তি কার্যক্রম অব্যাহত রাখিতে পারিবেন।

(৪) সরকার, প্রয়োজনে, কোনো কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে যেকোনো সময় দফা (চ) এবং (ছ) এ উল্লিখিত মনোনীত সদস্যকে মেয়াদ শেষ হইবার পূর্বে বোর্ডের সদস্য পদ হইতে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবে।

(৫) সরকার কর্তৃক মনোনীত বোর্ডের কোনো সদস্য সরকারের উদ্দ্যেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে যেকোনো সময় পদত্যাগ করিতে পারিবেন।

৫। **সভা ও কোরাম**।—(১) এই ধারার অন্যান্য বিধানাবলি সাপেক্ষে, বোর্ড উহার সভার কার্যপরিধি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(২) বোর্ডের সভা চেয়ারম্যান বা, ক্ষেত্রমত, ভাইস-চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্ধারিত স্থান, তারিখ ও সময়ে অনুষ্ঠিত হইবে।

(৩) প্রতি বৎসর বোর্ডের অন্যূন ২ (দুই) টি সভা অনুষ্ঠিত হইবে; তবে বিশেষ প্রয়োজনে বোর্ডের সভাপতি যেকোনো সময়ে সভা আহ্বান করিতে পারিবেন।

(৪) চেয়ারম্যান বোর্ডের সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন; তবে তাহার অনুপস্থিতিতে বোর্ডের ভাইস-চেয়ারম্যান এবং উভয়ের অনুপস্থিতিতে চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত কোনো সদস্য সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

(৫) বোর্ডের সভায় কোরামের জন্য অন্যূন এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতির প্রয়োজন হইবে; তবে মুলতবি সভার ক্ষেত্রে কোনো কোরামের প্রয়োজন হইবে না।

(৬) বোর্ডের সভায় প্রত্যেক সদস্যের একটি করিয়া ভোট থাকিবে, ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভায় সভাপতিত্বকারীর দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট প্রদানের ক্ষমতা থাকিবে।

৬। **বোর্ডের কার্যাবলি**।—বোর্ডের কার্যাবলি হইবে নিম্নরূপ, যথা:—

(ক) যাকাত সংগ্রহ, বিতরণ, ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন;

(খ) যাকাতের অর্থ দ্বারা শরিয়াহ সম্মত সেবা বা উন্নয়নমূলক কোনো কর্মসূচি, প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;

(গ) যাকাত সংগ্রহ ও বিতরণ কার্যক্রম তদারকিকরণ;

(ঘ) প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত স্থানে যাকাত সংগ্রহ কেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালনা;

(ঙ) বিধি বা প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে যাকাতযোগ্য সম্পদ, যাকাতের পরিমাণ, যাকাত ব্যয়ের খাত এবং নিসাব নির্ধারণ;

(চ) সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, তহবিলে যাকাত প্রদানকারী কোনো ব্যক্তিকে, সময় সময়, উপযুক্ত স্বীকৃতি, পুরস্কার, সম্মাননা বা অন্য কোনো আর্থিক বা সামাজিক সুবিধা প্রদান;

(ছ) যাকাত সংগ্রহ বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনে আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;

(জ) যাকাত প্রদানে উদ্বুদ্ধকরণে প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে প্রচারণার ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ঝ) প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে যাকাত বিষয়ে বিশেষজ্ঞ মতামত বা পরামর্শ প্রদান;

(ঞ) সরকার কর্তৃক নির্দেশিত যাকাত সংশ্লিষ্ট কোনো কার্য সম্পাদন;

(ট) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, প্রয়োজনীয় অন্য কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।

৭। **যাকাত তহবিল।**—(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, যাকাত তহবিল নামে একটি তহবিল থাকিবে, যাহা নিম্নবর্ণিত উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থে গঠিত হইবে, যথা:—

(ক) দেশের অভ্যন্তরে বোর্ড কর্তৃক সংগৃহীত যাকাত;

(খ) প্রবাসী বাংলাদেশি মুসলিম নাগরিক, কোনো বিদেশি মুসলিম ব্যক্তি বা কোনো সংস্থায় জমাকৃত যাকাতের অর্থ হইতে প্রাপ্ত যাকাত;

(গ) শরিয়াহ সম্মত অন্য কোনো উৎস হইতে প্রাপ্ত যাকাত।

(২) তহবিলের অর্থ কোনো তফসিলি ব্যাংকে "সরকারি যাকাত ফান্ড" শিরোনামে সুদ বিহীন হিসাবে জমা রাখিতে হইবে।

ব্যাখ্যা।—"তফসিলি ব্যাংক" বলিতে Bangladesh Bank Order, 1972 (President's Order No. 127 of 1972) এর Article 2(j) তে সংজ্ঞায়িত Scheduled Bank কে বুঝাইবে।

(৩) প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে তহবিল পরিচালিত হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, প্রবিধান প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত বোর্ড উহার আদেশ দ্বারা তহবিল পরিচালনার পদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

৮। **তহবিলের অর্থ ব্যয়।**—(১) প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত খাত এবং বোর্ড কর্তৃক গৃহীত কোনো কর্মসূচি বা প্রকল্প বাস্তবায়নে তহবিলের অর্থ ব্যয় করা যাইবে।

(২) প্রবিধান দ্বারা যাকাতের অর্থ ব্যয়ের খাত নির্ধারিত না হওয়া পর্যন্ত বোর্ড উহার আদেশ দ্বারা তহবিলের অর্থ ব্যয়ের শরিয়াহ সম্মত খাত নির্ধারণ করিয়া উক্ত খাতে তহবিলের অর্থ ব্যয় করিতে পারিবে।

(৩) শরিয়াহ সম্মত খাত ব্যতীত অন্য কোনো খাতে যাকাতের অর্থ ব্যয় বা বিতরণ করা যাইবে না।

৯। **কমিটি গঠন।**—(১) বোর্ড, স্থানীয়ভাবে যাকাত সংগ্রহ, বিতরণ বা এতদ্‌সংশ্লিষ্ট অন্য কোনো উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয়, সিটি কর্পোরেশন, বিভাগ, জেলা বা উপজেলা পর্যায়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কমিটি গঠন করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন গঠিত কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলি প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, প্রবিধান প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত বোর্ড, উহার আদেশ দ্বারা, কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন গঠিত কমিটি বোর্ডের অনুমোদন গ্রহণক্রমে যাকাত সংগ্রহ ও বিতরণ করিতে পারিবে।

১০। **বোর্ড এবং কমিটির ব্যয়-নির্বাহ।**—(১) বোর্ডের প্রশাসনিক ও পরিচালন সংক্রান্ত সকল ব্যয় সরকার কর্তৃক নির্বাহ করা হইবে।

(২) ধারা ১০ এর অধীন গঠিত কমিটির প্রশাসনিক ও পরিচালন সংক্রান্ত সকল ব্যয় বোর্ড কর্তৃক নির্বাহ ও অনুমোদিত হইবে।

১১। **জনবল ও সাংগঠনিক কাঠামো।**—(১) সরকার কর্তৃক বোর্ডের অনুমোদিত একটি সাংগঠনিক কাঠামো থাকিবে এবং বোর্ড, উক্ত সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী সরকার কর্তৃক অনুমোদিত পদে প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক জনবল নিয়োগ করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন সাংগঠনিক কাঠামো অনুমোদন এবং কর্মচারী নিয়োগ না হওয়া পর্যন্ত, সরকার বা, ক্ষেত্রমত, ফাউন্ডেশন উহার যেকোনো কর্মচারীকে বোর্ডের কার্য সম্পাদনের জন্য নিয়োগ করিতে পারিবে।

(৩) এই ধারায় যাহা কিছুই থাকুক না কেন, বোর্ড উহার কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের উদ্দেশ্যে সরকারের পূর্বানুমোদন গ্রহণক্রমে আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সেবা গ্রহণ ও ক্রয় করিতে পারিবে।

১২। **বাজেট।**—(১) বোর্ড, সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে, প্রতি অর্থ বৎসরের সম্ভাব্য আয় ও ব্যয় এবং উক্ত অর্থ বৎসরে সরকারের নিকট হইতে কী পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হইবে উহা উল্লেখ করিয়া একটি বাজেট বিবরণী সরকারের অনুমোদনের জন্য পেশ করিবে।

(২) সরকার উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রাপ্ত বাজেট বিবরণী বিবেচনা করিয়া বোর্ডের ব্যয় নির্বাহ করিবার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করিতে পারিবে।

১৩। **হিসাবরক্ষণ ও নিরীক্ষা।**—(১) বোর্ড, তহবিল এবং উহার প্রশাসনিক ব্যয়ের যথাযথ হিসাব সংরক্ষণ এবং হিসাবের বার্ষিক বিবরণী প্রস্তুত করিবে।

(২) বাংলাদেশের মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, অতঃপর মহা হিসাব-নিরীক্ষক হিসাবে অভিহিত, প্রতি বৎসর তহবিল এবং বোর্ডের হিসাব নিরীক্ষা করিবেন এবং বিদ্যমান আইনের বিধান মোতাবেক নিরীক্ষা প্রতিবেদন দাখিল করিবেন।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন হিসাব নিরীক্ষা ছাড়াও বোর্ড প্রত্যেক বৎসর Bangladesh Chartered Accountants Order, 1973 (P.O. No. 2 of 1973) এর Article 2(1)(b) তে সংজ্ঞায়িত Chartered Accountant দ্বারা বোর্ডের হিসাব নিরীক্ষা করিতে পারিবে এবং এতদুদ্দেশ্যে বোর্ড এক বা একাধিক Chartered Accountant নিয়োগ করিতে পারিবে ।

(৪) হিসাব নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে মহা হিসাব-নিরীক্ষক বা তাহার নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি বা উপ-ধারা (৩) এর অধীন নিয়োগকৃত Chartered Accountant বোর্ডের সকল রেকর্ড, দলিল দস্তাবেজ, নগদ বা ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ, জামানত, ভান্ডার এবং অন্যবিধ সম্পত্তি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারিবেন এবং বোর্ডের যেকোনো সদস্য বা বোর্ডের যেকোনো কর্মকর্তা বা কর্মচারীর জবানবন্দী গ্রহণ করিতে পারিবেন।

১৪। **প্রতিবেদন।**—(১) বোর্ড, প্রতি বৎসর মার্চ মাসের ৩০ তারিখের মধ্যে পূর্ববর্তী বৎসরের সম্পাদিত কার্যাবলির বিবরণ সংবলিত একটি বার্ষিক প্রতিবেদন সরকারের নিকট পেশ করিবে।

(২) সরকার, প্রয়োজনবোধে, বোর্ডের নিকট হইতে যেকোনো সময় উহার যেকোনো কার্যের প্রতিবেদন বা বিবরণী তলব করিতে পারিবে এবং বোর্ড উহা সরকারের নিকট প্রেরণ করিতে বাধ্য থাকিবে।

১৫। **ক্ষমতা অর্পণ।**—বোর্ড, আদেশ দ্বারা, উহার কোনো ক্ষমতা ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক, বোর্ডের কোনো কর্মচারী বা কমিটিকে অর্পণ করিতে পারিবে।

১৬। **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।**—এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

১৭। **প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা।**—এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, বোর্ড, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইন বা বিধির সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ নহে, এইরূপ প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।

১৮। **ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ।**—(১) এই আইন প্রবর্তনের পর সরকার, প্রয়োজনবোধে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিতে পারিবে।

(২) বাংলা ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

১৯। **রহিতকরণ ও হেফাজত।**—(১) এই আইন কার্যকর হইবার সঙ্গে সঙ্গে, Zakat Fund Ordinance, 1982 (Ordinance No. VI of 1982) অতঃপর রহিতকৃত Ordinance বলিয়া উল্লিখিত, রহিত হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন উক্তরূপ রহিতকরণ সত্ত্বেও, রহিতকৃত Ordinance এর অধীন—

(ক) গঠিত বোর্ড, এই আইনের অধীন নতুন বোর্ড কার্যক্রম শুরু না করা পর্যন্ত উহার দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনা করিতে পারিবে;

(খ) কৃত কোনো কার্য, গৃহীত কোনো ব্যবস্থা বা সূচিত কোনো কার্যধারা বৈধভাবে কৃত, গৃহীত বা সূচিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে;

(গ) দায়েরকৃত কোনো মামলা, গৃহীত কোনো কার্য বা ব্যবস্থা অনিষ্পন্ন বা চলমান থাকিলে উহা রহিতকৃত Ordinance এর অধীন এইরূপভাবে নিষ্পত্তি করিতে হইবে যেন উহা রহিত হয় নাই;

(ঘ) গঠিত তহবিল, অর্জিত স্থাবর ও অস্থাবর সকল সম্পত্তি, ব্যাংকে গচ্ছিত ও নগদ অর্থ এবং এতদ্‌সংশ্লিষ্ট সকল হিসাব বই, রক্ষিত রেজিস্টার এবং রেকর্ডপত্রসহ অন্য সকল দলিল-দস্তাবেজ এই আইনের অধীন গঠিত বোর্ডের নিকট ন্যস্ত ও হস্তান্তরিত হইবে;

(ঙ) গঠিত বোর্ডের ঋণ, দায় ও দায়িত্ব এই আইনের অধীন গঠিত বোর্ডের ঋণ, দায় ও দায়িত্ব হিসাবে গণ্য হইবে;

(চ) প্রণীত কোনো বিধিমালা, নতুন বিধি প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত এই আইনের বিধানাবলির সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, বলবৎ থাকিবে;

(ছ) নিযুক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারী এই আইন প্রবর্তনের অব্যবহিতপূর্বে যে শর্তাধীনে চাকরিতে নিয়োজিত ছিলেন সেই একই শর্তে বোর্ডের চাকরিতে নিয়োজিত থাকিবেন এবং পূর্বের নিয়মে বেতন, ভাতা ও অন্যান্য সুবিধাদি প্রাপ্য হইবেন।

উদ্দেশ্য ও কারণ সংবলিত বিবৃতি:

ইসলাম একটি পরিপূর্ণ দ্বীন ও জীবনাদর্শ। মানুষের আর্থ-সামাজিক কল্যাণ ও নিরাপত্তার জন্য যাকাত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিধান। শরীয়ত অনুযায়ী নির্ধারিত নিসাব পরিমাণ সম্পদের অধিকারী সজ্ঞাতিসম্পন্ন মুসলিমের উপর আল্লাহ তা'লাহ যাকাত ফরজ করেছেন। যাকাত দারিদ্র্য বিমোচন ও পুনর্বাসনের হাতিয়ার। যাকাত কোন স্বেচ্ছামূলক দান নয়, বরং যাকাত ধনীর সম্পদ থেকে দরিদ্র ও অভাবগ্রস্থদের জন্য আল্লাহ তা'লাহার নির্ধারিত বাধ্যতামূলকভাবে প্রদেয় নির্দিষ্ট অংশ। এদেশে সুদীর্ঘকাল থেকে ব্যক্তিগত পর্যায়ে যাকাত ব্যবস্থা চালু থাকলেও নানা কারণে যাকাত থেকে কাঙ্খিত সুফল পাওয়া যাচ্ছিল না। যাকাত ব্যবস্থার মাধ্যমে এক সময় সারা মুসলিম জাহানে দারিদ্র্য দূরীকরণ সম্ভব হয়েছিল। তাই সরকার কর্তৃক ইসলামের বিধান অনুযায়ী যাকাতের সদ্ব্যবহার ও নিঃস্ব-দরিদ্র মুসলমানদের স্থায়ী কল্যাণের উদ্দেশ্যে The Jakat Fund Ordinance, 1982 প্রণয়নের মাধ্যমে যাকাত বোর্ড গঠন করে।

২। মহামান্য সুপ্রীমকোর্টের আপিল বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত রায়ে সামরিক আইনকে অসাংবিধানিক ঘোষণা করায় ২০১৩ সালের ৭ নং আইন দ্বারা উক্ত অধ্যাদেশসমূহের মধ্যে আবশ্যক বিবেচিত অধ্যাদেশসমূহ প্রয়োজনীয় সংশোধন ও পরিমার্জনক্রমে বাংলায় আইন প্রণয়ন করার জন্য সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তদপ্রেক্ষিতে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় The Jakat Fund Ordinance, 1982 এর প্রয়োজনীয় সংশোধন ও পরিমার্জনক্রমে বাংলা ভাষায় রুপান্তর করে নতুন আইন প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করে।

৩। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এর আওতাধীন ইসলামিক ফাউন্ডেশন যাকাত তহবিল ব্যবস্থাপনা আইনের খসড়া প্রণয়ন করে সংশ্লিষ্ট আলেম-ওলামা এবং ইসলামী চিন্তাবিদদের সাথে একাধিকবার মতবিনিময় করে । পরবর্তীতে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় আইনের খসড়া চূড়ান্ত করা হয় এবং মন্ত্রিপরিষদের ১৯ অক্টোবর ২০২১ তারিখের সভায় খসড়াটি নীতিগতভাবে অনুমোদন করে। অতঃপর খসড়াটি লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ কর্তৃক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর মন্ত্রিসভার ১৫ মার্চ ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় "যাকাত তহবিল ব্যবস্থাপনা আইন, ২০২২" এর চূড়ান্ত অনুমোদন হয়। বিলটি সরকারি অর্থ ব্যয়ের সাথে জড়িত বিধায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান এর ৮২ অনুচ্ছেদের বিধানমতে ১০ জুন ২০২২ তারিখে মহামান্য রাষ্ট্রপতির সানুগ্রহ সুপারিশসহ বিলটি এ মন্ত্রণালয়ে পাওয়া যায়।

৪। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ইসলামের প্রচার-প্রসারের লক্ষ্যে ১৯৭৫ সালে The Islamic Foundation Act, 1975 প্রণয়নের মাধ্যমে ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করেন। "যাকাত তহবিল ব্যবস্থাপনা আইন, ২০২২" পাশ হলে যাকাতের অর্থ দ্বারা যাকাত গ্রহীতা যে কোন পেশা বা কার্যক্রম গ্রহণ করে স্বাবলম্বী ও পুনর্বাসিত হতে পারে। এর ফলে দেশ থেকে দারিদ্র্য দূরীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

৫। এক্ষণে **"যাকাত তহবিল ব্যবস্থাপনা আইন, ২০২২"** শীর্ষক বিল মহান জাতীয় সংসদে উপস্থাপন করছি।

মোঃ ফরিদুল হক খান
ভারপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী।

কে, এম আব্দুস সালাম
সচিব।

মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
হাছিনা বেগম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website : www.bgpress.gov.bd